সদালাপে এক পন্ডিত হুজুরের আবির্ভাব ।

সেতারা হাশেম

ধর্মতত্ত্ব বিষয় এক পন্ডিত ব্যক্তি কিছুকাল থেকে সদালাপ ওয়েব সাইটে আবির্ভুত হয়ে আল্লাহ, ইসলাম ও কোরান সম্পর্কে আমাদের মতো নাদানদের জ্ঞান দান করে চলছেন । আমাদের মতো নাদানদের ছয়খানা অজ্ঞতা চিহ্নিত করে তার জবাব দিয়ে পন্ডিত হুজুর আমাদেরকে আলোকিত করলেন । আশা করি ভবিষ্যতেও আমাদের অজ্ঞতার জবাব দিয়ে পন্ডিত হুজুর নিজ পান্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখবেন ।

কোরাণে বুৎপত্তি লাভ করলেও দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে হুজুর যার পর নাই কাঁচা । তাই কোরাণের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজেন, অর্থ্যাৎ উলু বনে মুক্তা খোঁজেন । দর্শনের বিরাট জ্ঞান সাগরে ধর্মতত্ত্ব একবিন্দু জল, যার মধ্যে যুক্তি নাই, আছে বিশ্বাস । উইকিপেডিয়া অনুযায়ী Dogma is the established belief or doctrine held by a religion. ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম হলো ডগমা । কিন্তু ধর্মীয় ডগমায় নেশাগ্রস্থ হুজুর ডগমা খোঁজেন ইজমে । হুজুর বোধ হয় যুক্তি ও বিশ্বাস এবং বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝেন না । অজ্ঞতার জবাব দিতে গিয়া হুজুর যা ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে আমার মতো নাদান কোন যুক্তি খোঁজ করে পায় নাই ।

পন্ডিত হুজুর ইসলামিক মৌলবাদিদের মতো আল্লাহ, ইসলাম ও কোরাণের জয় কীর্তন করে চলছেন । কিন্তু শ্রমজীবী মুসলমানেরা যে ধনী মুসলমানের কুশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা শোষিত সে ব্যাপারে পন্ডিত হুজুর উচ্চ-বাচ্য করেন না । তার কাছে মানুষের চেয়ে ইসলাম বড় । সংবিধানে মধ্যে ইসলাম ঢুকিয়ে বিসমিল্লাহ বলে ধনী মুসলমানেরা লুটপাট করে বাংলাদেশকে পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানালো, কিন্তু হুজুর রা শব্দটি করলেন না । হুজুরের কথা আল্লাহর ধর্ম ইসলামের কোন দোষ নাই । নাদানদের কথা যে চাকু দিয়ে মানুষ হত্যা করা যায়, সে চাকু দূরে রাখা উত্তম । অনুরূপ ভাবে যে ইসলাম দিয়ে লাদেনের মতো সন্ত্রাসী সৃষ্টি, লুটপাট, ধর্ষণ ও দুর্নীতি করা যায় সে ইসলাম দূরে রাখা ভাল ।

হুজুরের ভাষ্য অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ মানুষ লিখছে । কিন্তু মুসলমানদের কোরাণ মানুষ লেখে নাই । আল্লাহতালা ড্রাফ করে হিরা পর্বতে নাছারা ইহুদীদের ফেরেস্তা জিব্রাইলের মাধ্যমে মুহাম্মদের কাছে প্রেরন করেছে । কোরাণের বক্তব্য ছাড়া হুজুরের এই কথার আর কোন প্রমান নেই, তাই বিশ্বাসযোগ্য নয় । চৌদ্দশত বছর পূর্বে অসভ্য প্যাগন আরবদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদ কর্তৃক কোরাণ লিখিত, যা ইতিহাস ও নৃ-বিজ্ঞান কর্তৃক স্বীকৃত । বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোরানের বহু বিষয়ই অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন জেহাদিদের ভয় কোরানের উপর আস্থা রেখে বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলি চৌদ্দ শত বছর পুর্বে কোরানে বর্ণিত পিতৃ সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার পরিবর্তন চায় । নর ও নারীর সম-অধিকার চায় ।

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের শিক্ষিত বাংগালিরাই ইন্টারনেটে ঢু মারেন । এদের মধ্যে কম-বেশি অনেকেই দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর যেমন জ্ঞান রাখেন, তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি সম্পর্কেও অনেকে জ্ঞান রাখেন । সংখ্যা গরিষ্ঠ আধুনিক মানুষ আস্তিক কেন, তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করেন কেন এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি কি, তা নৃ-বিজ্ঞান পড়লে জানা যায় । এই শিক্ষিত মানুষগুলির সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করলেও পূর্ব-পুরুষদের মত ধর্মের প্রতি ততটা আস্থা রাখেন না । তাই দেখা যাচ্ছে চৌদ্দ শত বছর পুর্বে লিখিত কোরাণ, ইসলাম ও আল্লাহ আর বর্তমান বাস্তবতা এক নয় ।

মানব জ্ঞান স্থান, কাল ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল । কোরান, যা জেনেসিস, তোরাহ ও বাইবেলের নতুন সংস্কারণ, এর প্রায় আড়াই থেকে এক হাজার বছর পূর্বে যথাক্রমে ঋগ্বেদ, জেনেসিস, তোরাহ ও

বাইবেল লিখিত। তাই কালের ব্যবধানে ঋগ্বেদ, জেনেসিস, তোরাহ ও বাইবেলের চেয়ে কোরাণ উন্নতমানের হওয়া যুক্তিসংগত। ধর্মীয় এই ধর্মগ্রন্থগুলি সভ্যতার দিকে ধাবমান প্রাচীন মানবকুলের পুঞ্জীভূত জ্ঞানের সমাহার। তবে নিম্নমানের জ্ঞানের সমাহার ধর্মীয় এই পুস্তকগুলি কোন ক্রমেই আধুনিক জ্ঞানের সাথে তুল্য নয়। যারা মনে করেন কোরাণ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত, তারা আল্লাহকে নকলকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন। কারণ কোরানের বহু বিষয় জেনেসিস, তোরাহ ও বাইবেল থেকে গ্রহন করা।
মাতৃ ডিম্ব ও পিতৃ স্পার্মের রসায়নিক ক্রিয়ায় মানব ভ্রূণের সৃষ্টি বা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রসায়নিক ক্রিয়ায় পানির সৃষ্টি। কোরাণ অনুযায়ী আলোচ্য এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টা, অর্থ্যাৎ আল্লাহ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান অনুযায়ী আলোচ্য সৃষ্টি রসায়নিক ক্রিয়ার ফসল। শক্তির অবিনাশিতাবাদ (Conservation of Energy), কাল (Time) ও স্পেস (Space) প্রভৃতি বিষয় হুজুরের কোন জ্ঞান বা ধারণা নাই। শক্তি, কাল ও স্পেস সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। তাই প্রতিয়মান হচ্ছে পন্ডিত হুজুরের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ থেকে বেড় হোতে পারে নাই।
চুম্বুকের "একমেরু" থাকা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি মুদ্রার "একপিঠ" থাকা সম্ভব নয়, "অন্ধকার" থাকলে "আলো" থাকতে হবে, "হ্যা" থাকলে "না" থাকতে হবে, তেমনি "আস্তিক" থাকলে "নাস্তিক" থাকতে হবে। এটাই হলো বাস্তবতা। আস্তিক-নাস্তিকের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার্য্য বিষয় নয়। কারণ ভাল-মন্দ ধ্রুব নয়, আপেক্ষিক। দর্শনের আলোচ্য এই যুক্তিতে নাদানেরা আস্থাবান। আস্তিক-নাস্তিক ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে নাবালকেরা তর্ক-বিতর্ক করে। নাদান সেতারা হাশেমের মতো মানুষেরা করে না। উইকিপেডিয়া অনুযায়ী Marxism is the political philosophy derives from anthropology, history, social theory, economics and philosophy. মার্ক্সবাদ বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে উপস্থাপিত তত্ত্ব। মার্ক্সবাদ হলো বিজ্ঞান, কোন ধর্ম নয়। এর মধ্যে আল্লাহর কোন অহি নাই। তাই দেখা যাচ্ছে পন্ডিত হুজুর ধর্ম ও মার্ক্সবাদ (ইজিম) এর মধ্যে যেমন পার্থক্য বুঝেন না, তেমনি বুঝেন না গোড়ামী (Dogma) ও প্রগতিশীলের মধ্যে পার্থক্য।
ইসলামের আগমন ১৪০০ বছর পূর্বে, বিবলিকাল আদম-ঈভের সৃষ্টি প্রায় ৬,৫০০ বছর পূর্বে। কিন্তু বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষের আগমন ৪০,০০০ বছর পূর্বে। বিগত চল্লিশ হাজার বছর ধরে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রকৃতির সাথে লড়াইরত মানুষ বাচার ও জীবন ধরনের তাগিদে মানব সমাজ কাঠামো, নর-নারীর সম্পর্ক, উৎপাদন কৌশল এবং চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ঘটায়। আলোচ্য এই বিবর্তনের মাধ্যমেই একাধিক ঈশ্বর, ভগবান, গড বা আল্লাহ থেকে একেশ্বরবাদের উদ্ভব ঘটে। ইসলাম পূর্ব কাবা ঘরে একশত একটা মূর্তি ছিল। আরববাসি যার পূজা করতো। তাই মুসলমানেরা বলে আল্লাহর একশত একটা নাম। মানুষ তার নিজ প্রয়োজনে সমাজ, উৎপাদন কৌশল ও বিশ্বাসের বিবর্তন ঘটিয়েছে এবং বিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ ও ধর্ম সৃষ্টি করেছে। বিষয়টির উপর জ্ঞান অর্জন করতে হলে নৃ-বিজ্ঞান পড়তে হবে।
উইকিপেডিয়া অনুযায়ী God is most often conceived of as the supernatural creator and overseer of the universe. Conceive, অর্থ্যাৎ ধারণা করা বা কল্পনা করার কাজটি নিশ্চয়ই হাত-পা বা হাটু করে না। একমাত্র মস্তিষ্কই ধারণা বা কল্পনা করতে পারে। তাই যুক্তি অনুযায়ী মস্তিষ্ক হলো আল্লাহর সৃষ্টিকারী বস্তু। এই জন্যই দর্শনশাস্ত্রে বস্তুবাদের আগমন ঘটে। সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ দিয়ে পরিচালিত হয় না, নিজ বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই পন্ডিত হুজুরের কাছে সবিনয় নিবেদন, ধর্মতত্ত্ব পড়ে ছাগলের তৃতীয় ছানার মতো ত্রিং ত্রিং করে না লাফিয়ে, নৃ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্র পড়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করুণ।